ঈমান আমাল দাওয়াহ সবর

কুরআন মাজীদ ও
সহীহ সুন্নাহভিত্তিক

ঈমান (আক্বীদা)

তাওহীদুল্লাহ

WWW.TAWHEEDULLAAH.COM

কুরআন মাজীদ ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক

ঈমান (আক্বীদা)

প্রকাশনায়ঃ আরকাম ﷺ লাইব্রেরী

ঠিকানাঃ আরকাম ﷺ লাইব্রেরী
এ/৬ ৮৯ , ম্যাগনোলিয়া ভিলা,
সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর- ১০

তাওহীদুল্লাহ

Web: www.**tawheedullaah**.com
Mail: editor.**tawheedullaah**@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/**tawheedullaah**

ভূমিকাঃ সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি জ্বীন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদাতের জন্য, সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় রসুল **মুহাম্মাদ** ﷺ এর উপর যাকে পাঠানো হয়েছে সমস্ত দুনিয়ার উপর রহমত স্বরূপ। সুরা আলাক্বে মহান আল্লাহ বলেন "পড় তোমার রবের নামে" তাই প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। আর সর্বপ্রথম জানতে হবে **আল্লাহ** সম্পর্কে, স্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে। কেননা **মহান আল্লাহ বলেনঃ**

"**আর মানুষের মধ্যে কতক আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে কোন জ্ঞান ছাড়া, কোন হিদায়াত ছাড়া এবং কোন উজ্জল কিতাব ছাড়া**" *[সুরা হাজ্জঃ ৮]*

সঠিক আক্বীদা না জানার জন্য একজন মুসলিমের কোন আমালই আল্লাহর নিকট কবুল হয় না। এই বইটিতে মুসলিম জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু আক্বীদাগত মাস'আলা উল্লেখ করা হয়েছে যা জানা একান্ত প্রয়োজন।

****

১. মহান আল্লাহ কোথায় আছেন?

উঃ মহান আল্লাহ তা'আলা আরশে আযীমের উপর আছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

অর্থঃ পরম দয়াময়, **আরশের উপর** সমুন্নত হয়েছেন।*[সুরা ত্বহাঃ ৫]*

এছাড়াও সুরা→ আল- মু'মিনুনঃ ১১৬, আল- ফুরকানঃ ৫৯, আস- সাজদাঃ ৪, আল- হাদিদঃ ৪, ইউনুসঃ ৩, আর- র'দঃ ২, আল- আরফঃ ৫৪ নং আয়াতে তার অবস্থান বলা হয়েছে। হাদিসে এসেছে রসুল ﷺ একজন দাসীকে প্রশ্ন করেছিলেন, আল্লাহ কোথায়? তিনি বলেছিলেন, "**আকাশে**" তখন রসুল ﷺ তাকে মু'মিনা বলে আযাদ করে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। *[সহীহ মুসলিমঃ ১০৮০]*

সুতরাং যারা দাবী করে মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান বা মু'মিনের ক্বলবে, এ সবই মিথ্যা দাবী।

২. মহান আল্লাহর সিফাত গুলো কি কি?

উঃ মহান আল্লাহর সিফাত গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ তাঁর হাত, পায়ের গোছা, দু চোখ, হাতের আঙ্গুল ও হাতের অঞ্জলী রয়েছে। কিন্তু তিনি কারো মত নন কেউ তাঁর মত নয়।

৩. মহান আল্লাহর কি চেহারা আছে?

উঃ হ্যাঁ আল্লাহর চেহারা আছে। আল্লাহ বলেনঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থঃ যমীনের উপর যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। আর থেকে যাবে শুধু মহামহিমাময় ও মহানুভব আপনার রবের চেহারা।

[সুরা আর- রহমানঃ ২৬- ২৭]

তাছাড়া জান্নাতে মু'মিনেরা আল্লাহকে চেহারা সহ তাঁর নিজ আকৃতিতে দেখতে পাবেন।

[সহীহুল বুখারী ৫৫৪, ৫৭৩, ৪৮৫১]

৪.মহান আল্লাহর কি হাত আছে?

উঃ হ্যাঁ আল্লাহর হাত আছে। আল্লাহর কথাই এর দলীলঃ

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ

অর্থঃ আল্লাহ বললেন, 'হে ইবলীস, আমার দু'হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহঙ্কার করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? *[সুরা- স্বদঃ ৭৫]*

এছাড়া সুরা ***মায়িদারঃ ৬৪*** নং আয়াতে আল্লাহর হাতের কথা উল্লেখ্য আছে।

৫.মহান আল্লাহর কি চোখ আছে?

উঃ হ্যাঁ আল্লাহর চোখ আছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي

অর্থঃ আর আমি তোমার প্রতি মহব্বত ঢেলে দিয়েছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার **চোখের** সামনে প্রতি পালিত হও। *[সুরা- ত্বহাঃ ৩৯]*

৬. মহান আল্লাহর কি পায়ের গোড়ালি আছে?

উঃ হ্যাঁ আল্লাহর পায়ের গোড়ালি আছে। আল্লাহ বলেনঃ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

অর্থঃ সেদিন **পায়ের গোছা** খোলা হবে আর তাদেরকে সেজদা করতে আহবান জানানো হবে, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না।

[সুরা- ক্বলামঃ ৪২]

সহীহ হাদিসে আছে, আল্লাহ যখন পাপীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে থাকবেন তখন জাহান্নাম বলবে, "আরো কিছু আছে কি?" আল্লাহ তার নিজের পা মুবারককে

জাহান্নামের উপর রাখবেন। জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট যথেষ্ট।

[বুখারী- হা/৬৬৬১, মুসলিম- হা/২৮৪৮]

৭. মহান আল্লাহর কি হাতের মুষ্টি রয়েছে?

উঃ হ্যা, আল্লাহর হাতের মুষ্টি আছে। আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

অর্থঃ আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর **মুষ্টিতে** এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর **ডান হাতে।**

[সুরা- যুমারঃ ৬৭]

সহীহ বুখারীতে **এসেছে, রসুল** ﷺ **বলেন, 'কিয়ামাতের দিন আল্লাহ সমস্ত যমীনগুলো তাঁর এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন এবং আকাশসমূহ থাকবে তাঁর ডান হাতে...'**

তবে মনে রাখতে হবে আল্লাহ কারো মতো (সদৃশ্য) নন, কেউ তাঁর মতো নয়। এগুলো কুদরাতি বা নুরানী হাত, পা, চেহারা বলার কোন দলিল নেই।

আল্লাহর ' সিফাত গুলো' সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেনঃ ' আল্লাহর চেহারা ও নাফস আছে, যেমনটা আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। কুরআনের বর্ণনায় আল্লাহর চেহারা, হাত, নাফসের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা তাঁর সিফাত (বৈশিষ্ট্য) । আমরা তাঁর ওই সকল বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত জানি না। তবে কেউ যেন আল্লাহর হাতকে কুদরতি হাত বা তাঁর নিয়ামত না বলে, কেননা তাতে তাঁর সিফাত কে অস্বীকার করা হয়।' *[ইমাম আবু হানিফার, ফিকহুল আকবার পৃষ্ঠা ৫৮- ৫৯]*

৮. অনেকে আল্লাহর সাথে সৃষ্ট জীবের সাথে সাদৃশ্যতা, মিল খোঁজে এটা কি ঠিক?

উঃ না, আল্লাহর সাথে কোন সৃষ্ট মাখলুকের **সাদৃশ্যতা** নেই- ই। আল্লাহ ও তাঁর মাখলুকের শক্তির মধ্যে কোন তুলনা হয় না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থঃ কোন কিছুই তাঁর **অনুরূপ** নয়। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। *[সুরা- শুরাঃ ১১]* **তিনি আরো বলেন**, "এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।" *[সুরা এখলাসঃ ৪]*

৯. একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের খবর রাখেন কী?

উঃ না। একমাত্র আল্লাহই গায়েবের খবর জানেন। কুর'আনে আল্লাহ বলেনঃ

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

অর্থঃ আর তাঁর কাছেই রয়েছে **গায়েবের** চাবিসমূহ। তিনি ব্যতীত এ বিষয়ে কেউ **জানে না**। *[সুরা- আন'আমঃ ৫৯]*

১০. দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় কোন মানুষ বা মু'মিন বান্দার পক্ষে স্বচোখে আল্লাহকে দেখা কী সম্ভব?

উঃ অবশ্যই না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي

অর্থঃ সে **(মুসা) বলল,** হে আমার রব, আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখবো। তিনি বললেন, তুমি আমাকে **কখনো** দেখতে পারবে না। *[সুরা- আরফঃ ১৪৩]*

কোন মাখলুক এমন কি নাবী রসুলও আল্লাহ কে দুনিয়ার জীবনে দেখতে পাননি। সহীহ বুখারীতে এসেছে, আয়েশা رضي الله عنها বলেছেন "**যে ব্যাক্তি বলবে মুহাম্মাদ** صلى الله عليه وسلم **আল্লাহকে দেখেছে সে বড় মিথ্যুক**"।

আল্লাহকে দুনিয়াতে দেখার দাবীদার পীর, হুজুরেরা চরম মিথ্যুক, ভন্ড ও প্রতারক, কেননা তাদের দাবী কুর'আন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত না।

১১. মুহাম্মাদ ﷺ কি সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আমাদের মত মাটির তৈরি মানুষ, নাকি তিনি নুরের তৈরি?

উঃ আমাদের রসুল ﷺ মাটির তৈরি একজন মানুষ। আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ

অর্থঃ বলুন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওয়াহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।

[সুরা কাহাফঃ ১১০]

এ আয়াত দ্বারা প্রমান হয় যে মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের মতো মানুষ ছিলেন পূর্বের মুশরিক কাফিররাও এটা জানতো মুহাম্মাদ ﷺ তাদের মতো মাটির মানুষ- যিনি খাওয়া- দাওয়া, ঘর- সংসার, বাজার ঘাট করতেন। এজন্য তারা তাকে তুচ্ছ ও প্রত্যাখ্যান করত তাদের মতে মুহাম্মাদ ﷺ যেহেতু মানুষ তাই তিনি কিভাবে নাবী হতে পারেন? দেখা গেল, পূর্বের মুশরিক কাফিররাও এটা বিশ্বাস করত যে তিনি মাটির

তৈরি মানুষ। সুতরাং মুহাম্মাদ ﷺ নুরের নাবী বা "নুরুম মিন নুরিল্লাহ" (আল্লাহর নুরের অংশ) ইত্যাদি এসব কথা শিরকী এবং তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদ। তবে তার মর্যাদা আর অন্য মানুষের মর্যাদা সমান না। তিনি পুরো মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১২. অনেক বই পুস্তকে লিখা আছে, এছাড়া আমাদের দেশের খ্যাতিমান বক্তারা ওয়াজ মাহফিলে বলে থাকেন যে, *'মুহাম্মাদ ﷺ কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না।'* **এটা কি ঠিক?**

উঃ উপরের কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কুরআন ও সহীহ হাদিসে এর কোন দলিল নেই।আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থঃ আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে । *[সুরা যারিয়াতঃ ৫৬]*

১৩. আমাদের নাবী ﷺ কি গায়েবের খবর রাখতেন?

উঃ না, আমাদের নাবী ﷺ গায়েবের খবর কিছুই জানতেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ বল, 'আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ্ যা চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমিতো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে'।

[সুরা- আরফঃ ১৮৮]

বাস্তবতার আলোকে আমরা এ কথা বলতে পারি রসুল ﷺ যদি গায়েবের কথা জানতেন তাহলে বিভিন্ন যুদ্ধে ও বিপদে তিনি আগে ভাগে জেনে নিরাপদে থাকতে পারতেন।

১৪. অনেকেই নামধারী পীর- মুর্শিদ, অলী- আওলীয়াদের জান্নাতে যাওয়ার ওসীলা মনে করে, পীর ধরা ফরজ মনে করে পীরের হাতে বায়াত করেন এটা কি জায়েজ?

উঃ এটা জায়েজ নয়। কেননা ইসলামে পীর- মুরিদী বলতে কিছুই নাই। তাই পীরদের হাতে বায়াত করে মুরীদ হওয়া বিদআ'ত।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

অর্থঃ আর তোমরা সে দিনেকে ভয় কর! যখন কেউ কারও কোন উপকারে আসবে না এবং কারো পক্ষ থেকে কোন **সুপারিশও কবুল হবে না**; কারও কাছ থেকে কোন বিনিময়ও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম **সাহায্যও পাবে না।** *[সুরা- বাকরাঃ ৪৮]*

১৫. আমাদের দেশে অনেক বক্তারা বলেন ও অনেক বইয়ে লিখা আছে- *'হায়াতুন্নাবী'* বা নাবী ﷺ কবরে জীবিত আছেন- এটা কি ঠিক?

উঃ এটা শিরকি কথা ও এই ধরনের বিশ্বাস আল্লাহ নাকচ করে দিয়েছেন। রসুল ﷺ মারা গিয়েছেন কেননা মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই তুমিও মরণশীল, তারাও মরণশীল।

[সুরা- যুমারঃ ৩০]

সহীহ বুখারীরঃ ৭৩৩ হাদিসে আছে, যখন মুহাম্মদ ﷺ মৃত্যুবরণ করলেন তখন উমার ﷺ মেনে নিতে পারছিলেন না যে নাবী ﷺ মারা গিয়েছেন, তখন আবু বকর ﷺ তার কাছে এ আয়াত পাঠ করলেন, "আর মুহাম্মদ একজন রসুল ছাড়া তো কিছুই নন! তাঁর পূর্বেও বহু রসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা ফিরে যাবে? বস্তুতঃ কেউ যদি ফিরে যায়, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।" *[আল-ইমরানঃ ১৪৪]* তখন উমার ﷺ বুঝতে পারলেন যে মুহাম্মাদ ﷺ সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছেন এ থেকে বোঝা যায় সাহাবারা ﷺ জানতেন নাবী ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন।

১৬. আল্লাহ দুনিয়াতে অসংখ্য নাবী ও রসুল কেন পাঠালেন?

উঃ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে অসংখ্য নাবী ও রসুল পাঠিয়েছেন, তাদের মাধ্যমে মানুষদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের

দিকে অর্থাৎ তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য আর শিরক করা থেকে বিরত থাকার আহবানের জন্য। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت

অর্থঃ **"আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই একজন করে রসুল প্রেরণ করেছি এই জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাতকর এবং পরিহার কর তাগুতকে।"** *[আন- নাহলঃ ৩৬]*

১৭. ইবাদাত বলতে কি বুঝায়?

উঃ ইবাদাত হল প্রকাশ্য বা গোপনীয় ঐ সকল কাজ করা, কথা বলা ও বিশ্বাস করা যা আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন বা যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। ইবাদাত শুধু কালেমা, নামাজ, রোজা, হাজ্জ, যাকাত এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"বল, 'নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব'"

[আন'আমঃ ১৬২]

সুতরাং ইবাদাত হল তাই যা করলে আল্লাহ খুশি হন আর যা না করলে (হারাম কাজগুলো) আল্লাহ খুশি হন। জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করাই ইবাদাত।

১৮. আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড়/জঘন্য পাপের কাজ কোনটি?

উঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে **জঘন্য** পাপের কাজ শিরক বা তাঁর সাথে অংশীদার সাবস্ত্য করা। আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থঃ যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললঃ হে প্রিয় ছেলে, আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক হল বড় যুলম। *[সুরা লুকমানঃ ১৩]*

১৯. শিরক কত প্রকার ও কি কি?

উঃ শিরক ৩ প্রকারঃ

১. *বড় শিরক* ২. *ছোট শিরক* ৩. *গুপ্ত শিরক/ শিরকে খাফী*

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ

“[হে মুহাম্মাদ!]আর নির্দেশ হয়েছে আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভাল করবে না এবং মন্দও করবে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।” *[সুরা ইউনুসঃ১০৬]*

কতিপয় শিরকের তালিকা

১. আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে দু’আ করা, অন্যের কাছে সাহায্যের ফরিয়াদ করা।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবাই করা।

৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করা।

৪. কবরবাসীর সন্তুষ্টির জন্য বা এমনিতেই কবরের চারপাশে তওয়াফ করা, কবরের পাশে বসা, কবরবাসীর উপরে মুরাকাবা করা।

৫. বিপদে আপদে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা।

৬. পীর ফকিরকে সম্মান করে বা দেনেওয়ালা বিশ্বাস করে তার কাছে সন্তান, ব্যবসায় ভালো উন্নতি চাওয়া, তাক্বদীর ফেরানো, তাদেরকে মুশকিল আসানকারী মনে করা।

৭. স্বলাতে দাঁড়ানোর মত অন্যের সামনে বা স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

৮. সমস্যা- মুসীবাত দূর করার জন্য তাগা, বালা, পাথর, রিং, তাবিয- কবচ, কড়ি- শংখ- ঝিনুক, ইলিংসের বালা, সুতা, নকশা ইত্যাদি ব্যবহার করা।

৯. গাছ, পাথর, কচ্ছপ, কুমির ইত্যাদি অক্ষমদের কাছে কল্যান চাওয়া, মনের আবেদন বলা, এগুলোকে বরকতময় মনে করা।

১০. শাফায়াত লাভের আশায়- পীর, হুজুর, ইমামদের কাছে মুরীদ হওয়া, অন্ধ অনুসরণ করা।

১১. যাদু করা, যাদু করানো, যাদু শেখা ও যাদুকরদের সম্মান করা।

১২. গনক, ভবিষৎবক্তাদের কাছে যাওয়া ও বিশ্বাস করা।

১৩. কুসংস্কার, অশুভ আলামত যেমন – [কুকুর ডাকলে মানুষ মারা যায়, হাত চুলকালে টাকা আসে. . . ইত্যাদি] বিশ্বাস করা।

১৪. রাশি, ভাগ্য- গণনা, সংখ্যায়, তারকা- নক্ষত্র জ্যোতিষি, হস্তরেখা দিয়ে ভাগ্য যাচাই।

১৫. ইবাদত এর ক্ষেত্রে অন্যকে ভয় বা লজ্জা করা

[মানুষ কি বলবে?? যদি নামাজ পড়ি তাহলে কি চাকুরী থাকবে, দাড়ি রাখলে তো অন্যেরা হাসে! , পর্দা করলে মানুষ উপহাস করে ইত্যাদি]

১৬. প্রানীর ছবি, মূর্তি, প্রতিমূর্তি, কার্টুন আঁকা।

১৭. শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য ও স্বার্থে কাজ করা [যেমন পড়াশুনা করছি ভালো চাকুরীর জন্য বা মাতাপিতা কে সেবা করছি কারন সমাজ মেনে চলা দরকার ইত্যাদি]

১৮. হালাল কে হারাম করা ও হারাম কে হালাল করা শিরক।

১৯. আল্লাহকে তাঁর দেয়া নাম বাদে অন্য নামে ডাকা [যেমনঃ "**খোদা**", বিধাতা, বিধি, উপরওয়ালা বলা]

২০. শুধু আল্লাহর নামে নাম রাখা ও ডাকা (আবদুন ব্যবহার না করা) [রব্বি, রহমান, রকিব, রহিম, গাফফার, খালেক ইত্যাদি] ।

২১. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম কাটা [আমার মায়ের কসম, কুরআনের কসম, নাবীর কসম. . .]

২২. সময়, বাতাস, প্রকৃতি, গাছপালা, পানি, বন্যা- দুর্যোগ ইত্যাদি কে গালি দেয়া।

২৩. মাজার-কবরে ফুল দেয়া, শিন্নি দেয়া, টাকা দেয়া, সম্মান করা, অলীদের ভয় করা ও তাদেরকে অন্ধভাবে মেনে নেয়া, কবর-মাজারের উদ্দেশ্যে সফর করা।
২৪. কথায় কথায় "যদি" ব্যবহার করা [যেমনঃ যদি ঐ লোকটা না থাকতো তাহলে আমরা মরে যেতাম, যদি আমি না আসতাম তাহলে ওটা হোত না! তুমি যদি না থাকতে তাহলে আজ সর্বনাশ হয়ে যেতো, ডাক্তার যদি না থাকতো তাহলে সে বাচঁতো না. . .]
২৫. রসুল ﷺ কে হুজুর নুর(ﷺ) বলা, নুরের নাবী, জিন্দা নাবী, আলেমুল গায়েব ও হাজির-নাজির মনে করা।
২৬. মৃত ব্যাক্তির (এমনকি নাবী রসুল, অলীদের) ওসীলা দেয়া।
২৭. আল্লাহর মাধ্যমে অন্যের কাছে সুপারিশ করা বা আল্লাহর নামে বা বিরুদ্ধে কোন আউলিয়া-দরবেশের কাছে নালিশ দেয়া। (হারাম)

এছাড়াও অনেক প্রকার শিরক রয়েছে।

২০. বড় শিরকের মাধ্যমে মানুষের কি পরিনতি হবে?

উঃ বড় শিরক এর মাধ্যমে মানুষের সব সৎ আমাল নষ্ট হয়ে যায়। জান্নাত হারাম হয়ে যায়, জাহান্নাম এ চিরকাল থাকতে

হবে। কোন ক্ষমা নেই আখিরাতে। মহান আল্লাহর কথাই এর দলিলঃ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমার পুর্ববর্তীদের কাছে ওয়াহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করলে, তোমার সমস্ত আমাল নষ্ট হবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” *[সুরা যুমারঃ ৬৫]*

মহান আল্লাহ তা’আলা আরো বলেনঃ

“...নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, অবশ্যই আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হবে আগুন আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।”

[সুরা মায়িদাঃ ৭২]

২১. শিরকযুক্ত আমাল কী আল্লাহ কবুল করবেন?

উঃ শিরকযুক্ত আমাল আল্লাহ তা’আলা কখনো কবুল করবেন না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমার পুর্ববর্তীদের কাছে ওয়াহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করলে, তোমার সমস্ত আমাল নষ্ট হবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” *[সুরা যুমারঃ ৬৫]*

২২. মৃত অলী- আউলিয়া বা নাবী- রসুল দ্বারা এবং অনুপস্থিত জীবিত ব্যাক্তি দ্বারা কি ওসীলা করে দু’আ করা যায়?

উঃ এরুপ ওসীলা করে দু’আ করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

“আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা।” *[সুরা আরাফঃ ১৯৪]*

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ♦ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ

অর্থঃ "তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, যাদেরকে মা'বুদ মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। তারা আসমান ও জমিনের অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এই দুয়ের মধ্যে তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। *[সুরা সাবাঃ ২২- ২৩]*

২৩. উপস্থিত জীবিত ব্যাক্তির নিকটে কি সাহায্য চাওয়া যাবে?

উঃ হ্যা, সাহায্য চাওয়া যাবে। কেননা কুর'আনে রয়েছেঃ

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ

"...যে তাঁর [মুসা عليه السلام] নিজ দলের, সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য চাইল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল।"

[সুরা ক্বাসাসঃ ১৫]

এ আয়াতে মুসা عليه السلام এর নিকট একজন মজলুম লোক সাহায্য চাইলে মুসা عليه السلام শত্রুদলের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করেন।

২৪. বিভিন্ন ধরনের রোগ,বালা,মুসীবাত,বিপদ- আপদ বদ নজর থেকে মুক্তির জন্য- ***ধাতু দ্বারা নির্মিত আংটি,পাথর, তাগা, বালা,সূতা,কায়তন, টিপ, সোনা, রূপা, কাপড়ের টুকরা, মাদুলি, লোহার বালা, ব্রেস্লেট, আজমীরি সূতা, মাটির দলা, ইলিংসের বালা, কুরআনের আয়াত দ্বারা নকশা এঁকে বা আয়াত কাগজে লিখে তাবিজে- তুমারে ব্যবহার করা, তাবিয- কবয বানিয়ে যেকোন জায়গায় বা শরীরে ঝুলানোর*** **ব্যাপারে বিধান কি?**

উঃ এগুলো সব শিরক ও নাজায়েজ। আল্লাহর কথাই এর দলিলঃ

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই। আর যদি কোন কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন, তাহলে তিনিই তো সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।”

[সুরা আন’আমঃ ১৭]

সুতরাং এসব ঝুলিয়ে কোন লাভ তো হবেই না বরং শিরক হবে এবং এ কারণে জাহান্নামে যেতে হবে। কুর’আন ও হাদিস অনুযায়ী বিপদ- আপদের মুক্তির জন্য করনীয় ২টিঃ

(১) বৈধ ঝাড়ফুঁক ও সহীহ দু'আ পড়া (২) বৈধ ঔষধ খাওয়া এক্ষেত্রে তাবিয- তুমার ব্যবহার করা শিরক। এ ব্যাপারে রসুল ﷺ বলেনঃ

"যে ব্যাক্তি তাবিয ঝুলালো সে শিরক করল"

[মুসনাদে আহমাদ: ১৬৯৬৯]

২৫. আল্লাহ ছাড়া কারো নামে মান্নত বা কসম করা কি জায়েজ?

উঃ না, এটা জায়েজ নয়। কেননা আল্লাহর কথাই এর দলিলঃ

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا

"ইমরানের স্ত্রী যখন বলেছিল, হে আমার রব! আমার গর্ভে যা রয়েছে নিশ্চয়ই আমি তা খালেসভাবে আপনার জন্য মানত করলাম।" *[আলি- ইমরানঃ ৩৫]*

২৬. যাদুর বিধান কি? যাদুকরদের শাস্তি কি?

উঃ যাদুর বিধান হলঃ কাবীরা গোনাহ, আর কখনো কুফুরী। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাদুকর মুশরিক আবার কাফেরও হয়। এপ্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

"শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত।" *[সুরা- বাকরাঃ ১০২]*

২৭. গনক ও জ্যোতিষীরা কি গায়েব এর খবর জানে? এবং তাদের কথা কি বিশ্বাস করা জায়েজ?

উঃ না, গনক ও জ্যোতিষীরা গায়েব এর খবর কিছুই জানে না। কুর'আনে মহান আল্লাহ বলেনঃ

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

"আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহে ও যমীনে যারা আছে কেউ গায়েব জানে না আর কখন তাদেরকে পুনুরুত্থিত করা হবে তাও তারা অনুভব করতে পারে না।" *[সুরা নামলঃ ৬৫]*

*গনক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করা কুফুরী। নাবী ﷺ বলেছেনঃ

"যে ব্যাক্তি কোন **গনক বা জ্যোতিষী** এর কাছে আসল অতঃপর গনক যা বলেছে তা বিশ্বাস করলো, সে মুলতঃ মুহাম্মাদ এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে (কুর'আন) তার সাথে কুফুরী করল।" ***[আবু- দাউদ: ৩৯০৪]***

২৮. কোন কোন জিনিষের ওসীলা করে আল্লাহর নিকট চাওয়া নিষেধ?

উঃ যে সব জিনিষের ওসীলা করা যাবে না তা হলোঃ

(১) মৃত ব্যাক্তির ওসীলা (২) অনুপস্থিত জীবিত ব্যাক্তির ওসীলা (৩)পীর- মুর্শিদ অলী- আউলীয়া ও নাবী- রসুলদের মর্যাদা দিয়েও ওসীলা করা।

২৯. বৈধ ওসীলাগুলো কি কি?

উঃ বৈধ ওসীলাগুলো হল –

১. ঈমানের ওসীলা ২. সৎ আ'মালের ওসীলা ৩. আল্লাহর নামের ওসীলা ৪. জীবিত উপস্থিত ব্যাক্তির দু'আর ওসীলা ৫. নিজের অসুস্থতা, দুখঃ কষ্টের কথা আল্লাহর নিকট স্বীকার করে ওসীলা ৬. নিজের অপরাধ আল্লাহর নিকট স্বীকার করে ওসীলা।

৩০. আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে কি কসম করা জায়েজ?

উঃ এটা সম্পূর্ণ শিরক ও কুফুরী, আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামের কসম করা বা শপথ করা জায়েজ নয়। রসুল ﷺ বলেনঃ

"যে ব্যাক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম/শপথ করলো সে শিরক করলো অথবা কুফুরী করল" *[মুসনাদে আহমাদ/জামে- তীরমীজি]*

৩১. বিদআ'ত কি বা কাকে বলে?

উঃ পারিভাষিক অর্থে বিদআ'ত অর্থ নব- আবিষ্কার। কিন্তু শারঈ ভাষায় বিদআ'ত হলো "আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশায় দ্বীনের নামে নতুন কোন আমল বা প্রথা, কথা ও বিশ্বাস চালু করা, যা ইসলাম এ সহীহ দালিলের ভিত্তিতে নেই।"

[আল- ইতিছাম, ১/৩৭]

কোন কিছু বিদআ'ত জানার মূলনীতি হলঃ

১. কোন বিষয় বা প্রথা বা আমাল নতুন প্রচলন যা নাবী ﷺ ও তার সাহাবাদের যুগে ছিল না।

২. বিষয় বা প্রথা বা আমালটি দ্বীন- ইসলামের সাথে সংযুক্ত করা।

৩. বিষয়টি, প্রথা বা আমালটিকে সওয়াব লাভের জন্য করা

৪. এমন বিষয় যার কোন কুর'আন ও সহীহসুন্নাহের দালিল নেই। যেহেতু রসুল ﷺ বলেছেন "ইসলামে সকল নব- আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআ'ত"। তাই এখানে বিদআ'তে হাসানা (উত্তম বিদআ'ত) বা বিদআ'তে সায়্যিয়াহ (নিকৃষ্ট বিদআ'ত) বলেতে কিছুই নেই।

সুতরাং বিদআ'ত থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে।

৩২. মীলাদ, ঈদ- ই মিলাদুন্নাবী- এসব পালন করা কি জায়েজ? যদি জায়েজ না হয় তাহলে আমাদের আলেম ওলামারা এসব পালন করেন কেন?

উঃ মীলাদ, ঈদ- ই মিলাদুন্নাবী- এসব বিদআ'ত ও নাজায়েজ কাজ। কারন এর পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রসুল ﷺ এর পক্ষ থেকে কোন দালিল নেই। আমাদের রসুল ﷺ এর সাহাবীগন رضي الله عنهم, তাবেয়ীগণ ও বিখ্যাত ইমামদের কেউ এসব করেননি।

৩৩. বিদআ'তী কাজের পরিনতি কী কী?

উঃ বিদআ'তী কাজের পরিনতি হল **৪টি**। ১. ঐ বিদআ'ত যুক্ত আমালটি বাতিল হবে। ২. বিদআ'তি ব্যাক্তি আল্লাহর লা'নাতপ্রাপ্ত। ৩. গোমরাহীর ফলে বিদআ'তিকে জাহান্নামে যেতে হবে। ৪. বিদআ'তিদের তওবা কবুল হয় না ঐ বিদআ'ত ত্যাগ না করা পর্যন্ত।

রসুল ﷺ বলেনঃ "**যে ব্যাক্তি ইসলামে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল যা তার মধ্যে নেই তা বাতিল।**" *[বুখারীঃ২৬৯৭]*

রসুল ﷺ আরো বলেছেনঃ *"(আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা থেকে সাবধান থেকো!)* নিশ্চয়ই ইসলামে প্রত্যেক নতুন বিষয় বিদআ'তি, প্রত্যেক বিদআ'তিই ভ্রষ্টতা, প্রত্যেক পথভ্রষ্টই জাহান্নামে থাকবে।" *[মুসলিমঃ ১৫৩৫,নাসায়ীঃ ১৫৬০]*

৩৪. যদি কেউ রসুল ﷺ এর নামে মিথ্যা হাদিস তৈরি করে বা জাল হাদিস বা মনগড়া হাদিস বানায় তাহলে তার কি হবে?

উঃ রসুল ﷺ এর নামে মিথ্যা বলার পরিণতি জাহান্নাম। রসুল ﷺ বলেনঃ **"যে ব্যাক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে তার পরিণাম হবে জাহান্নাম।"***[বুখারীঃ ৩৪৬১]*

আজ আমাদের সমাজে রসুল ﷺ এর নামে অনেক জাল হাদিস রচনা করে অনেকে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

সুতরাং আমাদের দলিল সহকারে রসুল ﷺ এর সহীহ হাদিস জেনে বুঝে আমাল করতে হবে।

৩৫. একজন মানুষ কি করলে মিথ্যুক হওয়ার জন্য যথেষ্ট?

উঃ রসুল ﷺ বলেনঃ

"একজন মানুষ মিথ্যুক হওয়ার জন্য এই যথেষ্ট সে যা শুনলো তাই প্রচার করলো" *[সহীহ মুসলিমঃ ৫]*

সুতরাং কোন কথা শুধুমাত্র হুজুগে শুনে তার উপর আমাল করা উচিৎ নয় বরং সহীহ দলিলের অনুসরণ আবশ্যক।

৩৬. আমাদের দেশে প্রচলিত কতিপয় বড় বিদআ'ত কি কি?

উঃ ১. ঈদ- ই মিলাদুন্নবী ২. মিলাদ। ৩. শব- ই বরাত ৪. শব- ই মিরাজ। ৫. কুর'আন খানি ৬. মৃত ব্যাক্তির জন্য- কুর'আন পড়া, কুলখানি, চল্লিশা, দু'আর আয়োজন, সওয়াব বখশে দেয়া। ৭. জোরে জোরে চিল্লিয়ে জিকির করা। ৮. হাল্কায়ে জিকির। ৯. পীর- মুরীদি মানা । ১০.মুখে মুখে উচ্চারন করে নিয়্যাত পড়া। ১১. ঢিলা কুলুখ নিতে গিয়ে ৪০ কদম হাঁটা, কাঁশি দেয়া, উঠা বসা করা নির্লজ্জতা। ১২.চিল্লা দেয়া। ১৩.এজতেমায় যাওয়া । ১৪. নামাজের পর জামাতের সাথে হাত তুলে মুনাজাত কর। ১৫. কবরে হাত তুলে দূ'আ করা। ১৬. খতমে ইউনুস, তাহলীল, খতমে কালিমা, বানানো দরুদ পড়া। ১৭. ১৩০ ফরজ মানা ১৮. ইলমে তাসাউফ বা সুফীবাদ মানা। ১৯. জন্মদিন, মৃত্যুদিবস, বিবাহবার্ষিকী, ভ্যালেন্টাইন ডে, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি দিবস পালন করা। ২০. অপরের কাছে তাওবা পড়া। ২১. অজুতে ঘাড় মাসেহ করা

২২.আল্লাহকে "খোদা" বলা (কেননা খোদা বলা শিরক) । ২৩. বাতেনী এলেম বা তাওয়াজ্জুহ মানা। ২৪. বার্ষিক মাহফিলের আয়োজন করে রাতভর ওয়াজ করা। ২৫. অন্ধভাবে মাজহাব মানা। ২৬. ওরস পালন করা। ২৭. এমন **দু'য়া** বা দুরুদ যা হাদিসে নাই যেমনঃ দুরুদে হাজারী, দুরুদে লক্ষী, দুরুদে তাজ, ওজীফা ২৮. মালাকুল মাউতকে ***আজরাঈল*** বলে ডাকা ২৯. মিথ্যা হাসির গল্প বলে মানুষকে হাসানো ৩০."আস্তাগ ফিরুল্লাহ **[রব্বি মিন কুল্লি জাম্বি ওয়া]** আতুবুইলাইক লাহাওলা ওয়ালা কুয়াত্তা ইল্লা বিল্লাহি 'আলিইল 'আজিম"(এখানে **রব্বি মিন কুল্লি জাম্বি অংশটুকু** *বিদআ'ত*) ৩১.৭০ হাজারবার কালিমা খতম ৩২. ইসলামের নামে দল করা ৩৩. দলের আমীরের হাতে বায়াত করা ৩৪. দ্বীন প্রতিষ্ঠায় প্রচলিত রাজনীতি করা ৩৫. দ্বীনের হেফাজতের নামে হরতাল অবরোধ করা ৩৬. আল্লাহ হাফিজ বা ফি আমানিল্লাহ বলা ৩৭. জানাজা দেয়ার সময় কালিমা শাহাদাত পাঠ করা ৩৮. মৃত ব্যাক্তির কাজা নামাজের কাফফারা দেয়া ৩৯. কুর'আনকে সবসময় চুমু খাওয়া ৪০. কুর'আন নীচে পড়ে গেলে লবণ কাফফারা দেয়া, সালাম করা, কপালে লাগানো ইত্যাদি।

৩৭. কিভাবে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি?

উঃ ৩ টি আমাল দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারিঃ (১) বিভিন্ন ধরনের দলীল ভিত্তিক সৎ আমাল দ্বারা। (২) মহান আল্লাহর সুন্দর ও গুনবাচক নামের দ্বারা। (৩) নেককার জীবিত ব্যাক্তির দু'আর মাধ্যমে। আল্লাহ বলেনঃ

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ

"আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং সেসব নামে তোমরা তাঁকে ডাক।" *[সুরা আরাফঃ ১৮০]*

৩৮. দ্বীনী ব্যাপারে যদি মতপার্থক্য থাকে তাহলে তার ফায়সালা কিভাবে করতে হবে?

উঃ দ্বীনী ব্যাপারে যদি কোন মতভেদ হয় তাহলে তার ফায়সালার জন্য আল্লাহর পবিত্র কুর'আন ও তাঁর রসুল ﷺ এর সহীহ হাদিসের দিকে ফিরে যেতে হবে। মহান আল্লাহর বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতৃত্বের অধিকারী। অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষদিবসের উপর ঈমান রাখ। আর এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।” *[সুরা নিসাঃ ৫৯]*

প্রত্যেক দল এই আয়াতের প্রথম অংশটুকু কে দলিল হিসেবে পেশ করে নিজেদের দল ও মতকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অথচ আসল কথা হল এই আয়াতের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা হল নিচের অংশ।

৩৯. আল্লাহকে কি খোদা/ GOD/ ঈশ্বর/ ভগবান বলা যাবে?

উঃ না যাবে না। আল্লাহকে তাঁর দেয়া পবিত্র নামসমূহের মাধ্যমে ডাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ صلے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ ج سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন

কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। *[সুরা আরফঃ ১৮০]*

৪০. কোন কাজের শুরুতে ভুল হলে "*বিসমিল্লায় গলদ*" বলা কি ঠিক?

উঃ এটি কুর'আনের একটি আয়াতের ও আল্লাহর বিধানের চরম অপমান ও আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে কুফুরী।

৪১. ইসলামে মাযহাব মানা ও তাক্বলীদ করা কি জায়েজ?

উঃ না, ইসলামে মাযহাব বলতে কিছু নেই। তাক্বলীদ করা হারাম। এজন্য মহান আল্লাহ বলেনঃ

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকদের (পীর, বুজুর্গ, ইমাম, নেতা, হুজুর) অনুসরণ করো না।

[সুরা- আরফঃ ৩]

যদিও আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক ৪ মাযহাবের একটির অন্ধ অনুসরণ করে অধিকাংশরাই জানে না মাজহাব কি বা কেন? তাদের জেনে রাখা উচিৎ যে রসুল ﷺ মাজহাব এর

ব্যাপারে কোন কিছু বলে যাননি এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালিক, আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তাঁদের প্রত্যেকে বলেছেনঃ

"যদি আমার কথাকে রসুল ﷺ এর কথার বিরুদ্ধে দেখ তাহলে আমার কথাকে ছুড়ে ফেল (আমার তাক্বলীদ করো না) আর রসুল ﷺ এর সহীহ হাদিস গ্রহণ কর"

[আল হারাওয়ারী জাম্মাউল কালাম ৩য় খন্ড- পৃঃ ১,৪৬/ আল- ইকাজ আল ফোলানী পৃঃ ৫০/ আল- জামে'- ইবনু আবদিল বার ২য় খন্ড পৃঃ ৩২]

এজন্য তাক্বলীদ করা সম্পূর্ণ হারাম এবং আমাদের অবশ্যই সহিহ সুন্নাহ এর উপর আমাল করতে হবে।

৪২. মুসলিম নর- নারীদের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ- এখানে কোন জ্ঞান এর কথা বলা হয়েছে?

উঃ ইসলামে মুসলিম নর- নারীদের উপর **দ্বীনের** (সহিহ আক্বীদা ও আমাল) জ্ঞান অর্জন করা ফরজ করা হয়েছে। আমাদের দেশে ঢালাওভাবে যে দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করা ফরজ মনে করা হয় তা মূলত ভ্রান্ত ধারনা। বরং শুধুমাত্র দুনীয়ার স্বার্থে জ্ঞান অর্জন বা যে কোন কাজ করা শিরক এর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেনঃ

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ♦

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কম দেয়া হবেনা। এরাই তারা, আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা সবই বরবাদ হয়ে যাবে; আর তারা যা কিছু করত, তা সবই বাতিল।" *[সুরা হুদঃ ১৫- ১৬]*

একজন মুসলিমের জন্য প্রথম ফরজ কাজ হল "**তাওহীদ**" এর উপর জ্ঞান অর্জন করা। এভাবে ধাপে ধাপে তাকে দ্বীনের প্রত্যেকটি বিষয়ে জানতে হবে। মুসলিম কখনো দ্বীনি বিষয়ে অজ্ঞ হতে পারে না আর দ্বীনি বিষয়ে অজ্ঞরা ইসলামে টিকে থাকতে পারে না।

৪৩. ঈমানের রূকন বা ভিত্তি কয়টি?

উঃ ঈমানের ভিত্তি মোট ৬টি। যথাঃ ১. আল্লাহ ২. মালায়িকা ৩. কিতাবসমুহ ৪. নাবী- রসুলগণ ৫.

তাক্বদীর ৬. আখিরাত - এগুলোর উপর সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ পন্থায় বিশ্বাস করা। *[সহীহ মুসলিমঃ ৮]*

দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞরা ইসলামের উপর টিকে থাকতে পারে না।

৪৪. আমাল কবুল হওয়ার শর্ত কি কি?

উঃ আমাল কবুল হওয়ার শর্ত ২ টিঃ

১. এখলাস. **[একমাত্র আল্লাহর জন্যই এবাদাত করা তাঁর সাথে শরীক না করা]**

২. রসুল((ﷺ)) প্রদর্শিত ত্বরীকা, মত, পথ, নীতি অনুযায়ী আমাল করা। কেননা মহান আল্লাহ বলেনঃ

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ♦ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

অর্থঃ অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদত করুন- জেনে রাখুন, এখলাস পূর্ণ এবাদাতই আল্লাহর জন্য।

[সুরা- যুমারঃ ২- ৩]

তিনি আরো বলেনঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

অর্থঃ রসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। *[সুরা- হাশারঃ ৭]*

সুতরাং আমাল করবার পূর্বে আমাদের জেনে নেয়া উচিৎ যে, আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেক কাজে আল্লাহর আদেশ ও রসুল ﷺ প্রদর্শিত ত্বরীকায় আমাল করছি কি না!

৪৫. আমাদের দেশে তথাকথিত অনেক আলেম ওলামা ও কিছু লোকেরা বলে- *'কুর'আন ও সহীহ হাদীস পড়লে আমরা বুঝতে পারবো না, এগুলো বড় বড় ইমাম, আলেম, আকাবীরদের কাজ*, এটা কি ঠিক?

উঃ না এটা একদম ভুল। **মহান আল্লাহ সুরা ক্বমারে কুরআনের ব্যাপারে এই একই আয়াত ৪ বার বলেছেনঃ**

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

"আমি *কুর'আন* কে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য, অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি?"

[সুরা- ক্বমারঃ ১৭, ২২, ৩২, ৪০]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

"এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।" *[সুরা- স্বদঃ ২৯]*

সুতরাং কুর'আন সমগ্র মানব জাতির জন্য হিদায়াত স্বরূপ তাই এই কিতাব জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবাই বুঝে পড়তে পারবে।

৪৬. দ্বীন ইসলাম কি *পরিপূর্ণ?* কবে ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে? কয়টি নিয়া'মতের মাধ্যমে এটি পরিপূর্ণ হয়েছে?

উঃ হ্যাঁ দ্বীন ইসলাম পরিপুর্ণ। মহান আল্লাহ বলেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"...আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়া'মত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।..." *[সুরা মায়িদাঃ ৩]*

এই আয়াত বিদায় হাজ্জ এর ভাষণের সময় নাজিল হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ইসলামকে মানুষের জন্য চূড়ান্ত দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেন। এই দ্বীন ২টি বিষয় দ্বারা পরিপূর্ণ।

১. কুর'আন ২. সহীহ সুন্নাহ

৪৭. লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এর শর্ত কয়টি ও কি কি?

উঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুখে বললেও এই ৭টি শর্ত পূরণ না হলে তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। শর্তগুলো হলঃ

১. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ সম্পূর্ণভাবে বোঝা।

২. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তে সামান্যতম সন্দেহ প্রকাশ না করা।

৩. এখলাছ রেখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া।

৪. মুনাফেকীভাব দূর করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া।

৫. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা।

৬. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দাবি অনুযায়ী আমাল করা।

৭. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জন্য আল্লাহর যাবতীয় আদেশ নিষেধ মেনে চলা।

যেহেতু জাহেলী যুগের কাফের মুশরিকরাও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ জানতো কিন্তু তারা মানতো না তাই শুধুমাত্র মুখে মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই ঈমান আসে না।মনে রাখতে হবে, ***পরিপূর্ণ ঈমান*** *=*

মুখে বলা x অন্তরে বিশ্বাস করা x আমাল করা।

এর একটিও যদি বাদ থাকে তাহলে সে ইসলামে টিকে থাকতে পারবে না।

৪৮. দ্বীনের তিনটি মুলনীতি কি?

উঃ দ্বীন ইসলামের তিনটি মুলনীতি হলঃ

১. রব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ২. দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন
৩. নাবী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন

এই তিনটি বিষয়ে সকল মানুষকে কবরে প্রশ্ন করা হবে।

৪৯. অনেক সময় মানুষেরা মুসলিমদেরকে এবং ইসলামের নানা বিধানাবলী বিষয় যেমন দাড়ি, টুপি, নামাজ, হুজুর, বোরকা ইত্যাদি নিয়ে হাসি- তামাশা, ব্যঙ্গ- বিদ্রুপ করে থাকে এ ক্ষেত্রে বিধান কি?

উঃ এরুপ যে করবে সে সরাসরি কাফের হয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কিছু সাহাবিকে অন্য একজন মুনাফিক সামান্য মজা করে "পেটুক আর ভীতু" বলার কারনে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে বলেনঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

অর্থঃ "আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ..."

[সুরা তাওবাঃ ৬৫- ৬৬]

সুতরাং, যারা নিজের অজান্তে বা জেনে বুঝে ইসলামের বিষয়গুলো নিয়ে মজা করছে তাদের এ ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত।

৫০. ইসলাম ও ঈমান বিনষ্টকারী ১০ টি ধ্বংসাত্মক কাজ কি কি?

উঃ ইসলাম ও ঈমান বিনষ্টকারী ১০ টি ধ্বংসাত্মক কাজ হলঃ

১. যেকোন ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শিরক করা

২. গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সাথে সাথে আহবান করা ও আশ্রয় চাওয়া, অবৈধ ওয়াসীলা (যেমন মাজারে-কবরে পীরের কাছে চাওয়া হয়)

৩. ইসলামের বিধানকে তুচ্ছ মনে করে ও অন্য (তাগুতী) বিধানকে ভাল মনে করে মেনে নেয়।

৪. যদি ইসলামের কোন বিষয় মানে ও আমাল করে কিন্তু সন্তুষ্টি সহকারে করে না। (যেমন দাড়ি রাখে বা স্বলাত পড়ে কিন্তু সেটাকে বোঝা মনে করে...)

৫. ইসলামের বিষয় নিয়ে ঠাট্টা মশকরা বা ব্যঙ্গ করা। (কাফের)

৬. যাদু বা বান মারা, তাবিজ- টোনা করা, জ্বীন বশ করে আছর করানো

৭. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফের- মুশরিকদের সাহায্য করা বা তাদের সমর্থন করা।

৮. নিজেকে ইসলামি শরীয়াতের বাহিরে ও উর্ধ্বে মনে করা। (যেমনটি মনে করে ভণ্ড পীরেরা)

৯. আল্লাহর দ্বীন থেকে দুরে থেকে ফরজ বিষয়গুলো না জেনে ও আমাল না করা শুধু দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে পড়ে থাকা।

১০. ইসলামের কোন বিষয়ে তর্ক করে বিদ্বেষ প্রকাশ করলে কাফের হয়ে যাবে।

এই বিষয় গুলো কোনভাবে হয়ে গেলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের হয়ে যাবে। তাকে অবশ্যই দ্রুত তাওবা করে খালেস দিলে ফিরে আসতে হবে।

৫১. শিয়া কারা? এদের পরিচয় কি?

উঃ শিয়া মুলত ইসলাম থেকে বের হয়ে কুফরী বিশ্বাস ও সেই অনুযায়ী জীবন যাপনকারী একটি ফির্কা বা দলগোষ্ঠী এর নাম। অনেকে এদের মুসলিমদের একটি শাখা মনে করে কিন্তু এরা ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে এরা খারেজী একটি দল। এদের আসল নাম রাফেজী। এরা ইসলামের প্রধান শত্রু ও ইয়াহুদীদের একটি দলের চক্রান্ত।

৫২. কয়েকটি শিয়া প্রধানদের এলাকা বা দলের নাম কি কি?

উঃ বর্তমানে ইরান হল প্রধান শিয়াদের এলাকা (*আয়াতুল্লাহ আল- খোমেনি, আহমেদিনেজাদ*), এছাড়া ইরাকের কিছু অঞ্চল ও সিরিয়ার বাশার আল- আসাদ এর দল শিয়া অন্তর্ভুক্ত। *(আল্লাহ এদের উপর লা'নাত দিন)*

৫৩. শিয়াদের বিভ্রান্তিমুলক- ভয়ংকর কিছু আক্বীদা কি কি?

উঃ শিয়াদের প্রধান প্রধান বিভ্রান্তিমুলক ও ভয়ংকর ***আক্বীদা*** নিচে দেয়া হল –

১. ইহুদী, খ্রিষ্টান ও সকল মুশরিকদের মত আল্লাহর সাথে শির্কের আক্বীদা (বিশ্বাস) পোষণ করাঃ তারা আলী ﷺ ও

তাদের ইমামদের সব ক্ষমতার মালিক ও আলেমুল গায়েব মনে করে *(নাউযুবিল্লাহ)*

২. البداء- "বাদা" এর আক্বীদা পোষণ করা, যা আল্লাহ তা'আলার প্রতি অজ্ঞতার সম্পর্ককে আবশ্যক করে তোলেঃ এর মানে আল্লাহ আগে কিছু জানতেন না পরে কি চিন্তা ভাবনা করে জেনেছেন। *(নাউযুবিল্লাহ)*

৩. বার ইমামের নিষ্পাপ হওয়ার আক্বীদা পোষণ করাঃ এর মানে তারা বার ইমামকে চিরঞ্জীব ও নবুয়্যাতের দাবীদার ধরে।

৪. 'কুরআন বিকৃত ও পরিবর্তিত অবস্থায় মওজুদ রয়েছে এবং তাতে বেশি ও কম করা হয়েছে'- এমন আক্বীদা বিশ্বাস পোষণ করাঃ তারা মনে করে কুর'আন ৯০ পারা বাকি কুর'আন এর অংশ গোপন আছে আর এটা তাদের নোংরা ও নিকৃষ্ট আক্বীদাসমূহের অন্যতম, যা তাদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়া আবশ্যক করে তোলে।

৫. মুমিন জননী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী রদিয়াল্লাহু 'আনহুন্না- দের গালিদেয় ও তাদেরকে অবৈধ সন্তান ও চরিত্রহীনা বলে অসম্মান করে। *(নাউযুবিল্লাহ)*

৬. এরা আলী رضي الله عنه, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবূ যর আল- গিফারী এবং সালমান ফারসী সহ ইত্যাদি কিছু সাহাবী

ব্যতিত সকল সাহাবা ﷺ দের কাফের ও অবৈধ সন্তান বলে গালিদেয়। *(নাউযুবিল্লাহ)*

৭. 'তাকিয়া' (التقية) –এর আক্বীদাঃ এর মানে সুযোগ বুঝে মিথ্যা কথা বলে মুনাফেকী করা। প্রয়োজনে নিজেকে অমুসলিম দাবী করা খারাপ কাজ করা

৮. মুত'আ বিয়ের (সাময়িক বিয়ে) আক্বীদাঃ এটা হল টাকার বিনিময়ে নারী ভোগ করা এতে কোন স্ত্রী মর্যাদা, উত্তরাধীকার নেই বরং তারা হাজার হাজার বিয়ে করতে পারে ভাড়া খাটিয়ে। যেটা স্পষ্ট বেশ্যাবৃত্তি।

৯. মহিলাদের যৌনাঙ্গ ধার করার (বেশ্যাবৃত্তি) বৈধতার আক্বীদা।

১০. নারীদের সাথে সমকামিতা বৈধতার আক্বীদা।

১১. রাজ'আ (الرجعة) বা পুনর্জন্মের আক্বীদা।

১২. মৃত্তিকার আক্বীদাঃ এরা আলী, হাসান ﷺ বা এদের ইমামদের কবরের মাটিকে বর্কতময় মনে করে ও তা নিয়ে মাথায় ও গায়ে মাখে।

১৩. হোসাইনের শাহাদাতের স্মরণে মাতম, বক্ষ বিদীর্ণকরণ ও গালে আঘাত করার মধ্যে সাওয়াব প্রত্যাশার আক্বীদা; যা বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করার ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী।

১৪. এরা সাধারনত হাজ্জ করে না বরং ইমামদের কবরে আলী(রাঃ)এর কবরের চারপাশে তাওয়াফ করে হাজ্জ মনে করে।

১৫.এরা কুর'আনের মধ্যে "আল- বেলায়াহ" ও "লাওহে ফাতিমা" নামে দুটি সুরা বানিয়ে রেখেছে।

(সুত্রঃ ***শীয়াদের ধর্মীয় বিশ্বাস***- আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ)

৫৪. কাদীয়ানী কারা এদের পরিচয় কি?

উঃ বৃটিশদের সাহায্যে *মীর্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী* এ দলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরা কুর'আন ও সহীহ সুন্নাহ ও পৃথীবির মুসলিমদের ঐক্যমতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া একটি ফির্কা বা দল এবং এরা মুহাম্মাদ(ﷺ) কে শেষ নাবী হিসেবে মানে না।

৫৫. কাদিয়ানীদের কিছু ভুল আক্বীদা কি কি?

উঃ কাদিয়ানীদের কিছু বিভ্রান্তিমুলক আক্বীদা নিচে দেয়া হল-

১. মীর্যা গোলাম আহমাদ আল্লাহর সাথে নিজেকেও সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা বলে দাবি করেছেন।

(আহমেদিয়াত মুভমেন্টঃ মির্যা বাশিরুদ্দীন পৃঃ ১১৮)

২. সে আরো দাবি করেছে সে আল্লাহর পুত্র।

৩. কাদিয়ানী দলটি মীর্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে একই সাথে নাবী, ঈসা মাসীহ ও ইমাম মাহদী বলে বিশ্বাস করে।

৪. এরা বিশ্বাস করে মালাইকারা আল্লাহর অংগ-প্রতংগ্য। *(না'উজুবিল্লাহ)*

৫. এরা কুর'আনের অনেক আয়াত এর অর্থ বিকৃত করেছে।

৬. এরা নাবী (ﷺ) কে শেষ নাবী হিসেবে মানে না এবং কিয়ামাতের পুর্বে ঈসা عليه السلام এর আগমনকে অস্বীকার করে। *(না'উজুবিল্লাহ)*

৭. এরা পৃথীবিতেই পুনর্জম্মে বিশ্বাসী।

৮. কাদিয়ানীরা আল্লাহকে অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞ মনে করে। *(না'উজুবিল্লাহ)*

৯. এরা বিশ্বাস করে যেকোন ভাষায় স্বলাত পড়লে তা শুদ্ধ হবে আরাবীতে না পড়লেও চলবে।

*(সুত্রঃ **কাদিয়ানী ও শি'আ কারা ভেবে দেখবেন কি?**—এ এইচ এম শামসুর রহমান)*

আল্লাহ আমাদের কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। একটি শিরক, কুফুরী, বিদআ'ত, হারাম মুক্ত

পরিবার, সমাজ ও দেশ আল্লাহ আমাদের দান করুন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে যাওয়ার তাওফীক দান করুন।

আমীন

কুরআন মাজীদ ও
সহীহ সুন্নাহভিত্তিক

ঈমান (আক্বীদা)

তাওহীদুল্লাহ

WWW.TAWHEEDULLAAH.COM